বিষয়বস্তুঃ সততা

মুহার্‌রম মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৬ মুহার্‌রম ১৪৪৬ হিজরী, ২রা আগস্ট ২০২৪)
প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।
বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।
ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com
ক্রমিক নং ১৪৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ মুহার্‌রম মাসের ২৬ তারিখ, শেষ জুমুআ। আজ আমরা সততা সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আমরা জানি, মানুষ একটি সামাজিক সৃষ্টি। তাই মানুষ একা জীবনযাপন করতে পারে না। মানুষের প্রয়োজন হয় পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও সমাজ। এই হিসাবে মানুষ কথা-বার্তা, লেনদেন, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির ক্ষেত্রে

একে অপরের সাথে জড়িত। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়, একে অপরের প্রতি আস্থা ও ভরসা। এই আস্থা-ভরসার চাবিকাঠি হল সততা।

যদি সততার পরিবর্তে মিথ্যাচার, ধোঁকা ও ফাঁকিবাজি এসে যায়, তবে কেউ কাউকে বিশ্বাস করবে না। কেউ কারও প্রতি ভরসা করতে পারবে না। তাই বলা যায়, মানুষের সামাজিক জীবন সততার উপর নির্ভরশীল। এই পৃথিবীতে মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাপনের উৎস হল সততা। এ জন্যই কুরআন ও হাদীসে সততার প্রতি খুব জোরালো আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, সূরা তাওবার ১১৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে হয়ে যাও।।”

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মু’মিনদেরকে দু’টি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন। (১) সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলা। এরই নাম হল ‘তাকওয়া’। (২) সত্যবাদীদের দলভুক্ত হওয়া। অর্থাৎ, যাদের ভিতর ও বাহির সমান, যাদের কথা ও কাজে

মিল আছে, যারা আল্লাহর ইবাদত-উপাসনা ও মানুষের সাথে কথা-বার্তা, লেনদেন সর্বক্ষেত্রে সত্যবাদী, আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে ঈমান ওয়ালাদেরকে তাঁদের সাথে থাকতে ও তাদের মত সততা অবলম্বন করতে আদেশ দিয়েছেন। হাদীসে সততার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

“তোমরা সত্যবাদী হও। কেননা, সততা নেকীর পথে পরিচালিত করে আর নেকী জ়ান্নাতের পথ দেখায়।” এটা সহীহ মুসলিমের ২৬০৭ নম্বর হাদীস। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি)।

সম্মানিত উপস্থিতি ! এ হাদীসের অর্থ হল, যে ব্যক্তি কথায় ও কাজে সর্বক্ষেত্রে মিথ্যা বর্জন করে সততা অবলম্বন করবে, এই সততার বরকতে তার বহু নেক কাজ করার তাওফীক হবে। আর সেই নেক কাজের ফলে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে জান্নাত দান করবেন।

কখনও এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, মনে হয় যেন সেখানে সত্য কথা বললে বিপদে পড়তে হবে আর মিথ্যা

বললে কোন সমস্যাই থাকবে না। অনেকেই এমন পরিস্থিতিতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। মনে রাখবেন, এমন ধারণা পোষণ করা ঈমানী দুর্বলতার পরিচয় এবং এরূপ ধারণা দ্বারা মিথ্যা বলার দরজা খুলে যায়। তাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

تَحَرَّوُا الصِّدْقَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ الْهَلَكَةَ، فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ، وَاجْتَنِبُوا الْكَذِبَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ النَّجَاةَ، فَإِنَّ فِيهِ الْهَلَكَةَ

“তোমরা সততা অবলম্বন কর; যদিও তোমাদের মনে হয় যে তাতে বিপদ রয়েছে। কেননা, পকৃতপক্ষে সততায় আছে মুক্তি। আর তোমরা মিথ্যা পরিত্যাগ কর; যদিও তোমাদের মনে হয় যে, তাতে মুক্তি রয়েছে। কেননা, বাস্তবে মিথ্যাচারে রয়েছে ধ্বংস।” ইমাম বায়হাকীর লেখা ‘মাকারিমুল আখলাক’ নামক কিতাবের ১৩৭ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

একটি ঘটনাঃ

সুধীবৃন্দ ! সততার বরকত সম্পর্কে আজ আপনাদেরকে একটি বাস্তব ঘটনা শোনাতে চাচ্ছি। ঘটনা এই যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ইবনুল খত্তাব (রযি)

নিজের শাসন আমলে মানুষদের অবস্থা জানার জন্য রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে জনবসতিতে ঘুরে বেড়াতেন। একদিনের ঘটনা, তিনি ‘আসলাম’ নামে এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মদীনার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে আরাম করার জন্য একটি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। এমন সময় তিনি একটি ঘরের ভিতর থেকে শুনতে পান, এক বুড়িমা তার মেয়েকে বলছেঃ যাও, ওখানে দুধ রাখা আছে, দুধে কিছুটা পানি মেশাও। তখন মেয়েটি বললঃ আম্মাজান ! আপনি কি জানেন না, আজ আমাদের আমীরুল মু’মিনীন কী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন? বুড়িমা বললঃ না, আমি জানি না। মেয়েটি বললঃ আমাদের আমীরুল মু’মিনীন ঘোষণা করেছেন যে, কেউ যেন দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি না করে। বুড়িমা তখন বললঃ এখানে তো আমীরুল মু’মিনীন বা অন্য কেউ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই তুমি যাও, দুধে পানি মেশাও।

মেয়েটি বললঃ আম্মাজী ! আমরা আমাদের আমীরুল মু’মিনীনের কথা লোকদের সামনে হলে মানবো আর নির্জনে হলে মানব না, এটা ঠিক নয়। শেষ পর্যন্ত বুড়িমার বারবার

বলা সত্ত্বেও মেয়েটি দুধে পানি মেশাতে অস্বীকার করল। হযরত উমার (রযি) বুড়িমা ও তার মেয়ের এসব কথা গোপনে শুনছিলেন। তাদের কথা শুনে তিনি নিজের সঙ্গী আসলামকে বললেনঃ এই জায়গাটি চিনে রাখ এবং এই ঘরটিকে চিহ্নিত করে রাখ।

পরদিন সকালে হযরত উমার (রযি) নিজের সেই সাথী আসলামকে বললেনঃ তুমি ওখানে যাও। দেখ, ওই বৃদ্ধা ও তার মেয়েটি কে ? তুমি তাদের পরিচয় ও খোঁজ-খবর নিয়ে এসো।

হযরত উমার রযিয়াল্লাহু আনহুর কথামত আসলাম সেখানে গেলেন এবং তাদের সম্পর্কে খোজ-খবর নিয়ে হযরত উমার (রযি)-কে বললেনঃ বুড়িটি হল ওই মেয়েটির মা। আর মেয়েটি অবিবাহিতা। এ কথা শুনে উমার (রযি) নিজের ছেলেদেরকে ডেকে সেই মেয়েটির অপূর্ব ঘটনা তাদেরকে শোনালেন। এমনকী খলীফা উমার (রযি) নিজের ছেলেদের সামনে বললেনঃ আমার মনের ইচ্ছা, তোমাদের কেউ ওই গুণবতী মেয়েটিকে বিবাহ কর। কেননা, তাঁর মধ্যে রয়েছে সততার মতো মহান গুণ।

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আপনারা নিশ্চয় শুনে অবাক হবেন যে, হযরত উমার (রযি) এ সময় নিজের মনের ইচ্ছে ব্যক্ত করতে গিয়ে এও বলেছিলেনঃ “ আমি আশারাখি, আল্লাহ তায়ালা তাঁর গর্ভে কোন নেক সন্তান পয়দা করবেন।” فَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُّخْرِجَ مِنْهَا نَسَمَةً طَيِّبَةً

অতঃপর হযরত উমার (রযি) নিজের ছেলে আসিম (রযি)-কে ওই মেয়েটির সাথে বিবাহ দেন। অবাককাণ্ড, পরবর্তীতে দেখা গেল, সেই মেয়েটির গর্ভে এমন এক পুণ্যবতী কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল, যার পুত্র হলেন মুসলিম জাহানের ন্যায়পরায়ণ শাসক হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ)। অর্থাৎ, যে রমণীটি দুধে পানি মেশাতে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ)-এর নানী মা। তারীখে দিমাশক নামক কিতাবের ৭০ নম্বর খণ্ডের ২৫৩ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটি লেখা আছে।

ঈমানদার ভাই সকল ! আমরা একটু ভেবে দেখি, কোথাকার অজানা অপরিচিত এক গরীব পরিবারের মেয়ে, সততার বরকতে মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় খলীফা হযরত

উমারের মতো মহান ব্যক্তিত্বের পুত্রবধূ হওয়ার সম্মান লাভ করলেন। শুধু তাই না, বরং তাঁর মেয়ের গর্ভে জন্মালেন মুসলিম জাতির গৌরব হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ)।

আপনারা জানেন, কে এই উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) ? ইসলামের ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা বলেছেনঃ চারজন খলীফায়ে রাশিদীনের পর যদি কাউকে পঞ্চম খলীফা রাশিদ বলা হয়, তবে তিনি হবেন হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ)।

উমার ইবনুল আব্দুল আযীয (রহ) ছিলেন বহু ভালগুণের অধিকারী। যেমন, তাঁর একটি বিশেষ গুণ হল, তিনি জীবনে কক্ষনো মিথ্যাকথা বলেন নি। 'মাকারিমুল আখলাক' কিতাবের ৪৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, একবার হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিকের সাথে কোন এক বিষয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। ওয়ালীদ তখন তাঁকে বলেছিলঃ আপনি মিথ্যা বলছেন। হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) তখন ওয়ালীদকে বলেছিলেনঃ যখন থেকে আমি এ কথা জেনেছি যে, মিথ্যা

বলা মস্তবড় দোষ, তখন থেকে আমি কখনও মিথ্যাকথা বলিনি। সুবহানাল্লাহ !

যাইহোক, দুধে পানি না মেশানোর এ ঘটনা দ্বারা বোঝা গেল যে, পিতা-মাতার সততার বরকত সন্তানেরাও লাভ করে। তাই আমরা যদি চাই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও আগামী প্রজন্ম নেক ও সৎ হোক, তাহলে আমাদেরকে সততা অবলম্বন করতে হবে এবং নিজেদের পরিবারবর্গ ও বাড়ির মহিলাদেরকে সততার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এটা হল, এ ঘটনার শিক্ষনীয় বিষয়।

লেনদেনে সততার বরকতঃ

শ্রোতামণ্ডলী ! সততা সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য। আর মিথ্যা সর্বক্ষেত্রে বর্জনীয়। বিশেষ করে মনে রাখবেন, বেচাকেনা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা বয়ে আনে বরকত আর মিথ্যার ফল হয় বে-বরকতি। এ কথা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।

সহীহ বুখারীর ২০০৮ নম্বর হাদীসে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “ক্রেতা

ও বিক্রেতা উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং (একে অপরকে মালের) দোষ-ত্রুটি বলে দেয়, তবে তাদের বেচাকেনায় বরকত হয়। আর যদি তারা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং (মালের) দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে লাভ হলেও বাস্তবে তাদের বেচাকেনার বরকত শেষ হয়ে যায়।”

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এও বলেছেনঃ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاء “সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গী সাথী হবে।” এটা সুনানে তিরমিযীর ১২০৯ নম্বর হাদীস। ইমাম তিরমিযী লিখেছেনঃ এটা হাসান পর্যায়ের সহীহ হাদীস। একবার লক্ষ্য করুন, সততা ও আমানতদারীর সাথে ব্যবসা করলে পরকালে আম্বিয়া, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের সাথে থাকার সৌভাগ্য নসীব হবে। সুবহানাল্লাহ ! এটা সততার কত বড় ফযীলত, ভেবে দেখুন !

পরিশেষে বলে রাখি, এই সততার কারণেই হযরত লুকমান হাকীম (রহ) বহু মর্যাদা পেয়েছেন। আমরা লুকমান

হাকীমের নাম শুনেছি। কুরআন মজীদে তাঁর নামে একটি সূরা নাযিল হয়েছে। সূরা লুকমান। কুরআন মজীদের ৩১ নম্বর সূরা। আল্লাহ তায়ালা লুকমান হাকীমকে অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কিছু কথা আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা লুকমানে বয়ান করেছেন। তিনি ছিলেন একজন গোলাম। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি অমুক লোকের গোলাম ছিলেন না ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, আমি গোলাম ছিলাম। লোকটি বলেছিলঃ তাহলে আপনি এত জ্ঞানী ও এত মর্যাদার অধিকারী হলেন কীভাবে ? উত্তরে লুকমান হাকীম নিজের চারটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল এই ‘সততা’। তিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন, কক্ষনো মিথ্যার আশ্রয় নিতেন না। লুকমান হাকীমের দ্বিতীয় গুণ ছিল, তাকওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহর ভয়। তৃতীয় গুণ, আমানতদারী। চতুর্থ গুণ, অনর্থক কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা পরিত্যাগ করা। এসব গুণের বরকতে তিনি এমন মর্যদার অধিকারী হয়েছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নামে কুরআন মজীদে একটি সূরা নাযিল করেছেন। ‘নাযরাতুন নাঈম’

কিতাবের ৬ নম্বর খণ্ডের ২৫১৫ পৃষ্ঠায় এ কথা লেখা আছে।

পরিশেষে আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি আমাদের সকলকে সমস্ত কাজে সততা অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)

মৌখিক ফতওয়া জানার জন্য 97-32-32-32-24 নম্বরে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত (শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করুন।